পূর্তবার্তা

BCS PWEA News

জুলাই, ২০১৫

A Publication of BCS Public Works Engineers Association

উৎসবমুখর পরিবেশে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (PWEA) এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত

BCS PWEA এর ২০১৫-১৬ মেয়াদের নির্বাচিত কার্য-নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

BCS PWEA এর নবনির্বাচিত কমিটির গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে BCS PWEA এর নব-নির্বাচিত কমিটির সাক্ষাৎ

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে পালিত, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে BCS PWEA এর পুষ্পস্তবক অর্পণ

মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে BCS PWEA এর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

নবনির্বাচিত কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

'বর্ষবরণ - ১৪২২' বিপুল সমারোহে পালন করলেন BCS PWEA এর সদস্য এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ

BCS PWEA এর নব নির্বাচিত কার্য নির্বাহী কমিটি (২০১৫-১৬) এর অভিষেক অনুষ্ঠান

জাতীয় সংবাদপত্রে BCS PWEA এর নব-নির্বাচিত কমিটি

রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হলো CNCRP প্রকল্পের কারিগরী সভা

পদোন্নতির সংবাদ

বৃষ্টির পানি ব্যবহার : প্রেক্ষাপট চাহিদা

দালান নির্মাণে বিল্ডিং কোড মেনে চলা

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কিছু টিপস

আইইবি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী
বীর মুক্তিযোদ্ধা
প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা

BCS Public Works Engineers Association

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম

সম্পাদক
প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ মুহম্মদ জুবাইর

সহযোগী সম্পাদক
প্রকৌশলী স্বর্ণেন্দু শেখর মন্ডল

সম্পাদকমন্ডলী

প্রকৌশলী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী (উন্নয়ন)

জুবায়েদ বিন জসিম পাপন
সহকারী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ-১

প্রকৌশলী মোঃ রকিবুল হাসান
সহকারী প্রকৌশলী, ডিজাইন বিভাগ-২

প্রকৌশলী আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ আছিব
সহকারী প্রকৌশলী, ডিজাইন বিভাগ-৪

গ্রাফিক্স ও অলঙ্করণ
প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ মুহম্মদ জুবাইর
মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ

সম্পাদকীয় কার্যালয়
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন
কক্ষ নং- ১২৮, পূর্তভবন (নীচতলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮-০২-৯৫৭১২৯০

মুদ্রণে ঃ
পারফেকশান
মুক্তিভবন, ২ কমরেড মণিসিংহ সড়ক
পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: +৮৮-০২-৯৫১৪৪৯৬
ই-মেইল : perfectionjahangir@yahoo.com

বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এর ষান্মাসিক প্রকাশনা

পূর্তবার্তা, জুলাই-২০১৫

সম্পাদকীয়

প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ মুহম্মদ জুবাইর
প্রকাশনা সম্পাদক
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস
ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

প্রকৌশল পেশার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ এবং প্রাচীনতম প্রকৌশল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর বিশেষভাবে সুপরিচিত। এই অধিদপ্তরের সুনামের পেছনে রয়েছে প্রায় ছয়শত প্রকৌশলীর কর্মনিষ্ঠা, সততা এবং কারিগরি দক্ষতা। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণের একমাত্র সেতুবন্ধন হচ্ছে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন।

গত ৩০-০৩-২০১৫ইং তারিখে অত্যন্ত উৎসব মুখর পরিবেশে এই এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনের পর এসোসিয়েশনের নিজস্ব Newsletter পুনরায় প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগের পিছনে এসোসিয়েশনের সভাপতি মহোদয় ও মহাসচিব মহোদয় সহ যারা উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই প্রকাশনার সাথে যে সকল তরুণ প্রকৌশলী এগিয়ে এসেছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। দীর্ঘদিন বিরতির পর এই ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে বলে অনভিজ্ঞতার কারণে অনেক ভুল ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। এই সব ভুল ভ্রান্তি সমূহ থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীতে আরো পরিণত প্রকাশনা বের হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে IEB-র ২০১৫-১৬ মেয়াদে নির্বাচন উপলক্ষ্যে নির্বাচনের প্রচারণা চলছে। এই নির্বাচনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা IEB-র প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। যোগ্যতার বিচারে এই পদে তার বিকল্প কেউ নেই। আমি আশা করি সম্মানিত প্রকৌশলী সমাজ যোগ্যতার বিচারে প্রেসিডেন্ট পদে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা'কে বিপুল ভোটে বিজয়ী করবে।

বাণী

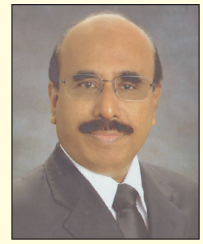

প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা
প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

প্রায় এক যুগ পর বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সংবাদ মুখপত্র হিসেবে পুনরায় Newsletter **"পূর্তবার্তা"** এর প্রকাশনা হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। বর্তমানের ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হলে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। আশা করি এসব ব্যাপারে এই মুখপত্রটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তথ্যপ্রবাহের এই যুগে তথ্যের বাতায়ন উন্মোচনের এটি একটি অসাধারণ উদ্যোগ। এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য আইইবি নির্বাচনে আমি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছি। প্রকৌশলী হিসেবে আমার দীর্ঘ ৩৬ বছরের কর্মজীবনে সুসময়ে দুঃসময়ে সর্বদা আইইবি'র পাশে থেকে প্রকৌশলীদের বিভিন্ন দাবী আদায়ে কঠোর সংগ্রাম করেছি। এ সংগ্রাম করতে গিয়ে আমাকে অনেক সময় স্রোতের বিপরীতে যেতে হয়েছে, সংগ্রাম করতে হয়েছে সময়ের বিরুদ্ধে। আগামী আইইবি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে আপনাদের সমর্থন পেলে দেশের সবচাইতে শক্তিশালী পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে আইইবিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করব।

পরিশেষে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এর Newsletter **"পূর্তবার্তা"** সফলতার সাথে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হোক এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বাণী

প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
সভাপতি
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের মুখপত্রটি প্রকাশিত হওয়াতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সময়ের পরিক্রমায় নানা বিপত্তির কারণে এটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের নব-নির্বাচিত কমিটি (২০১৫-১৬) দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই এটি পুনরায় প্রকাশের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই উদ্যোগেরই সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে আজকের এই প্রকাশনাটি।

এ দেশের ইতিহাসে গণপূর্ত অধিদপ্তর হচ্ছে অন্যতম প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই এ দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু বর্তমানে গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিপরীতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ছোট ছোট প্রকৌশল অধিদপ্তর সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের রুলস অফ বিজনেসকে অমান্য করা হচ্ছে, সরকার প্রণীত নির্দেশমালাকে হেয় করা হচ্ছে। এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তরের পদন্নোতিসহ বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিরাজমান যা সমাধানের লক্ষ্যে এসোসিয়েশনের কার্যকরী ভূমিকার পাশাপাশি এই সংবাদ মুখপত্রটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মুখপত্রটির সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

আগামী ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য আইইবি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী BCS PWEA এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার মাধ্যমে শক্তিশালী আইইবি গঠনের জন্য সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বাণী

প্রকৌশলী এ, কে, এম মনিরুজ্জামান
মহাসচিব
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন

দীর্ঘদিন পর বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এর Newsletter "**পূর্তবার্তা**" প্রকাশিত হচ্ছে, এটি অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ। গণপূর্ত অধিদপ্তরের চলমান বিভিন্ন সংবাদ এবং কারিগরি জ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এর সকল সদস্যের পাশাপাশি গণপূর্ত অধিদপ্তরের বাহিরের ব্যক্তিবর্গকে আমাদের এসোসিয়েশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নান্দনিক কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নিয়মিত Newsletter প্রকাশের কোন বিকল্প নেই। এটি একদিকে যেমন এসোসিয়েশনের সদস্যদেরকে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করবে তেমনি দেশবাসীকে গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে। এই Newsletter প্রকাশের সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এর ধারাবাহিক সফলতা কামনা করছি।

আগামী ৩ সেপ্টেম্বর আইইবি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হিসেবে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য সবাইকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আইইবি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা

আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য আইইবি নির্বাচনে (২০১৫-১৬ মেয়াদে) প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছেন বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা।

প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা ১৯৭৯ সালে কৃতিত্বের সাথে পুরকৌশল বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৭৯ সালেই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তরে যোগদান করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তরের সুদীর্ঘ ৩৬ বছরের কর্মজীবনের শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রতিটি পর্যায়ে তিনি তাঁর অসাধারণ প্রকৌশল দক্ষতা ও চারিত্রিক সততার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হয় বাঙালি জাতির মহান মুক্তির সংগ্রাম। এসময় কলেজে অধ্যয়নরত দৃঢ় প্রত্যয়ী যুবক মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা দেশমাতৃকার টানে গৃহত্যাগ করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা ট্রেনিং সেন্টারে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহণ করেন। ট্রেনিং সমাপ্ত করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ৩নং সেক্টরের বিভিন্ন অঞ্চলে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন।

দীর্ঘ ৩৬ বছর ধরে আইইবির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছেন প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা। ১৯৯৪-৯৫, ২০০৬-০৮ ও ২০১১-১২ সালে নির্বাচিত হয়ে তিনি যথাক্রমে আইইবির সম্মানী সহকারী সাধারণ সম্পাদক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। তিনি ১৯৮৪-৮৫ ও ১৯৯৪-৯৫ সালে দেশব্যাপী প্রকৃচি-বিসিএস সমন্বয় কমিটির আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। ২০১২-২০১৩ সালে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতির কোটা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকৌশল পেশাকে ধ্বংসের নীলনকশার বিরুদ্ধে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে সাহসী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বিভিন্ন মেয়াদে ৮(আট) বার আইইবি'র কেন্দ্রীয় ও ঢাকা কেন্দ্রের কাউন্সিল সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এছাড়া সুদীর্ঘ সময়ে তিনি আইইবি'র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রকৌশলীদের পেশাগত মর্যাদা সমুন্নত করার লক্ষ্যে প্রকৃচিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালীকরণ, বেসরকারি খাতে কর্মরত প্রকৌশলীদের সুষ্ঠু বেতন কাঠামো নির্ধারণ, বিভিন্ন সংস্থার প্রকৌশলীদের ইনসিটু পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ, আইইবি'র কর্মকান্ড গতিশীল ও কল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে আইইবির প্রশাসনিক সংস্কার সহ প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয়ে নিরলসভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে এবং আইইবির নেতৃত্বে গতিশীলতা আনয়নে বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞার কোন বিকল্প নেই।

প্রকৌশলীদের পেশাজীবি সংগঠন হিসেবে আইইবিকে অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের ন্যায় প্রকৌশলীদের স্বার্থ সংরক্ষণে সদা তৎপর সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ২০১৫-১৬ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞাকে আপনাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আগামীর আইইবি গড়ে উঠুক নির্ভীক ও দেশপ্রেমিক বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞার সুযোগ্য নেতৃত্বে।

মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা এফ-২৭০০

- ☆ প্রধান প্রকৌশলী
  গণপূর্ত অধিদপ্তর
- ☆ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
  বিসিএস সমন্বয় কমিটি
- ☆ সিন্ডিকেট সদস্য
  খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)
- ☆ সিনিয়র সহ-সভাপতি
  জাইকা এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ
- ☆ সভাপতি
  চুয়েট প্রাক্তন ছাত্র সমিতি

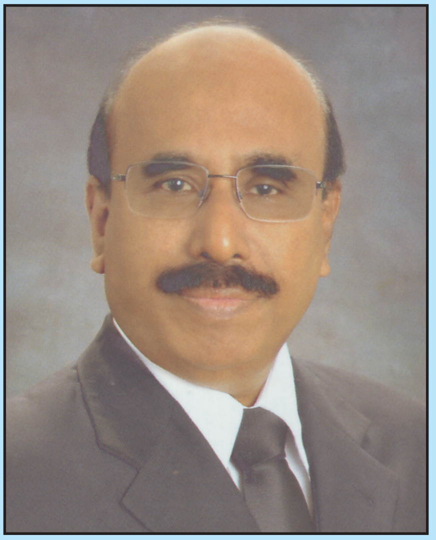

- ☆ আহবায়ক
  প্রকৌশল প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
- ☆ প্রধান পৃষ্ঠপোষক
  বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন
- ☆ ভাইস প্রেসিডেন্ট
  বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ
- ☆ সহ-সভাপতি
  বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি
- ☆ সভাপতি
  নবীনগর উপজেলা কল্যাণ সমিতি

মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা

১৯৭১ সালে কলেজে অধ্যয়নকালে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পালাটানা ট্রেনিং সেন্টারে মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের ৩নং সেক্টরে বিভিন্ন অঞ্চলে পাক-বাহিনীর সাথে জীবনবাজি রেখে তিনি সরাসরি সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে মুক্তিযোদ্ধা প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের পেশাগত মান-উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- প্রকৌশলীদের পেশাগত মর্যাদা বৃদ্ধিকালে প্রকৃচিকে পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালীকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা,
- আইইবি'র বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের স্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা,
- সরকারি উদ্যোগে বেসরকারি প্রকৌশলীদের জন্য চাকুরির বেতন কাঠামো নির্ধারণে পদক্ষেপ নেয়া,
- বিভিন্ন সংস্থার প্রকৌশলীদের ইনসিটু পদোন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ,
- সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সমপর্যায়ের পদসমূহ যথাক্রমে গ্রেড-২, গ্রেড-৩ ও গ্রেড-৪ এ উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা,
- আইইবি'র কর্মকান্ড গতিশীল ও কল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে আইইবি'র প্রশাসন ঢেলে সাজানোর পদক্ষেপ গ্রহণ,
- আইইবি'র নির্বাহী পদসমূহে দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না-মর্মে আইইবি'র গঠনতন্ত্র সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আইইবি'র ২০১৫-২০১৬ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী

বিসি-এস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন এর ২০১৫-২০১৬ মেয়াদের কার্য-নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	এসোসিয়েশনের পদবী
০১।	প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	সভাপতি
০২।	প্রকৌশলী সৈয়দ মাহফুজ আহমেদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	সহ-সভাপতি (সিভিল)
০৩।	প্রকৌশলী মোঃ হুমায়ূন কবির চৌধুরী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	সহ-সভাপতি (সিভিল)
০৪।	প্রকৌশলী মোঃ আহসান হাবিব, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সহ-সভাপতি (সিভিল)
০৫।	প্রকৌশলী সুবাস কুমার ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সহ-সভাপতি (ই/এম)
০৬।	প্রকৌশলী এ,কে,এম মনিরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	মহাসচিব
০৭।	প্রকৌশলী স্বর্ণেন্দু শেখর মন্ডল, নির্বাহী প্রকৌশলী	যুগ্ম-সম্পাদক
০৮।	প্রকৌশলী সতী নাথ বসাক, নির্বাহী প্রকৌশলী	যুগ্ম-সম্পাদক
০৯।	প্রকৌশলী মুহাম্মদ মনিরুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী	সাংগঠনিক সম্পাদক
১০।	প্রকৌশলী কাজী মোঃ ফিরোজ হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী	কোষাধ্যক্ষ
১১।	প্রকৌশলী এ,জেড,এম শফিউল হান্নান, নির্বাহী প্রকৌশলী	সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১২।	প্রকৌশলী অনুপ কুমার হালদার, নির্বাহী প্রকৌশলী	ক্রীড়া সম্পাদক
১৩।	প্রকৌশলী জোয়ারদার তাবেদুন নবী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সমাজকল্যাণ সম্পাদক
১৪।	প্রকৌশলী আবদুল্লাহ্ মুহম্মদ জুবাইর, নির্বাহী প্রকৌশলী	প্রকাশনা সম্পাদক
১৫।	প্রকৌশলী মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী প্রকৌশলী	দপ্তর সম্পাদক
১৬।	প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	সদস্য
১৭।	প্রকৌশলী মোঃ মিজানুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সদস্য
১৮।	প্রকৌশলী মোঃ মোস্তফা কামাল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সদস্য
১৯।	প্রকৌশলী এম,এইচ,এম, শফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	সদস্য (ই/এম)
২০।	প্রকৌশলী মোহাম্মদ শওকত উল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
২১।	প্রকৌশলী মোঃ আবুল খায়ের, নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
২২।	প্রকৌশলী মুহাম্মদ সারওয়ার জাহান, নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
২৩।	প্রকৌশলী মোহাঃ উজির আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
২৪।	প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী	সদস্য (ই/এম)
২৫।	প্রকৌশলী বিশ্ব নাথ বনিক, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
২৬।	প্রকৌশলী আল-আমিন মোঃ নুরুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
২৭।	প্রকৌশলী মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
২৮।	প্রকৌশলী মোঃ কায়সার ইবনে শাইখ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
২৯।	প্রকৌশলী মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
৩০।	প্রকৌশলী মোঃ রাজিবুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
৩১।	প্রকৌশলী নিয়াজ মোঃ তানভীর আলম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সদস্য (ই/এম)
৩২।	প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাশ, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	সদস্য (ই/এম)
৩৩।	প্রকৌশলী রাশেদ আহসান, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
৩৪।	প্রকৌশলী মেহেদী রায়হান নাদিম, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
৩৫।	প্রকৌশলী সূচনা মুৎসুদ্দী, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
৩৬।	প্রকৌশলী জুবায়েদ বিন জসিম, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
৩৭।	প্রকৌশলী অর্ণব বিশ্বাস, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য (সিভিল)
৩৮।	প্রকৌশলী এস,এম, রুহুল আমিন, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য (ই/এম)
৩৯।	প্রকৌশলী এস,এম, রেজাউল মোস্তফা কামাল, উপ-সচিব	সদস্য (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়)

নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

০১।	প্রকৌশলী আইনুল ফরহাদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	প্রধান নির্বাচন কমিশনার
০২।	প্রকৌশলী এ কে এম গোলাম কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	উপ-প্রধান নির্বাচন কমিশনার
০৩।	প্রকৌশলী হায়াত মোঃ ফিরোজ, নির্বাহী প্রকৌশলী	নির্বাচন কমিশনার
০৪।	প্রকৌশলী নন্দিতা রানী সাহা, নির্বাহী প্রকৌশলী	নির্বাচন কমিশনার
০৫।	প্রকৌশলী মোঃ সাখাওয়াৎ হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী	নির্বাচন কমিশনার
০৬।	প্রকৌশলী মোঃ রিয়াদুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য
০৭।	প্রকৌশলী মির্জা শিবলী মাহমুদ, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য
০৮।	প্রকৌশলী আনজুমান আরা ভূঁইয়া, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য
০৯।	প্রকৌশলী সুমনা আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য

উৎসবমুখর পরিবেশে বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন (PWEA) এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

বিগত ৩০/০৩/২০১৫ তারিখ সোমবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সারা দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো বিসিএস গণপূর্ত প্রকৌশলী সমিতির সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিসিএস ক্যাডার প্রকৌশলীরাই প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং ভোট প্রদান করেন। নির্বাচনে ৩৬ টি পদের বিপরীতে সর্বমোট ৫৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হয়।

সকালের দিকে তুলনামূলক ভাবে ভোটারের উপস্থিতি বেশি থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে তা কমতে থাকে। নির্বাচনের দিন কর্মদিবস হওয়ায় সকল ভোটার ভোট প্রদান করার পরপরই নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরে যান। ঢাকায় পূর্ত ভবনে একটিমাত্র কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। এছাড়া দেশের সাতটি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত সাতটি গণপূর্ত জোন কার্যালয়ে ও তিনটি গণপূর্ত সার্কেলের কার্যালয়ে অবস্থিত ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনে প্রায় ৯০ শতাংশ ভোটার অংশগ্রহণ করেন।

BCS PWEA নির্বাচন, ২০১৫-২০১৬ তে ভোট দিচ্ছেন ভোটাররা

বিকাল ৪:০০ টা থেকে ভোট গণনা শুরু হয়ে রাত ১১:৩০-এ শেষ হয় ও অনানুষ্ঠানিক ফলাফল পাওয়া যায়। এসময় ভোট গণনাস্থলে উপস্থিত প্রার্থীগণ অনাড়ম্বর পরিবেশে আনন্দ প্রকাশ করেন। পরের দিন মঙ্গলবার বেলা দু'টোর দিকে আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষিত হয়। ঢাকা গণপূর্ত জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সভাপতি পদে ও গণপূর্ত প্রকল্প সার্কেল-১ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব এ,কে,এম, মনিরুজ্জামান, মহাসচিব পদে নির্বাচিত হন। এছাড়াও অন্যান্য পদে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রবীণ ও নবীণ বিসিএস ক্যাডার প্রকৌশলীরা নির্বাচিত হন।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান)

BCS PWEA এর নবনির্বাচিত কমিটির গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের নবগঠিত কার্য নির্বাহী পরিষদ (২০১৫-২০১৬) এর সদস্যরা গত ১২ই এপ্রিল, ২০১৫ তারিখ সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় মাননীয় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এর সাথে তাঁর বাস ভবনে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনের সাথে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীসহ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ

সকলের উপস্থিতিতে এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও মহাসচিব প্রকৌশলী এ, কে, এম মনিরুজ্জামান মাননীয় মন্ত্রী'কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রী আসন গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত সকলের সাথে পরিচয় পর্ব শেষে কুশল বিনিময় করেন। চা পান ও আপ্যায়নকালে প্রধান প্রকৌশলী ও সভাপতিসহ অন্যান্যরা গণপূর্ত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট কিছু সমস্যার কথা মাননীয় মন্ত্রী'র সামনে তুলে ধরেন। এসব ব্যাপারে তিনি সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন। বিদায়কালে সকল সদস্যদের সাথে মাননীয় মন্ত্রী এক সংক্ষিপ্ত ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী জুবায়েদ বিন জসিম পাপন)

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের সচিবের সাথে BCS PWEA এর নব-নির্বাচিত কমিটির সাক্ষাৎ

গত ২১ই এপ্রিল, ২০১৫ তারিখ বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের নবগঠিত কার্য নির্বাহী পরিষদ (২০১৫-২০১৬) এর সদস্যরা গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। সকাল ১০ টার দিকে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সকল সদস্যরা উপস্থিত হন। এ সময় এসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা-ও উপস্থিত ছিলেন।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্'র সাথে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীসহ নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কিছুক্ষণ পরেই সকলের মাঝে এসে উপস্থিত হন। সকলের পক্ষ থেকে প্রধান প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা, এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও মহাসচিব প্রকৌশলী এ, কে, এম মনিরুজ্জামান সচিব মহোদয়কে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে সচিব মহোদয় আসন গ্রহণ করেন এবং উপস্থিত সকলের সাথে পরিচয় পর্ব সেরে নেন। প্রথমে তিনি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য। পরবর্তীতে আপ্যায়নকালে প্রধান প্রকৌশলী, সভাপতি ও মহাসচিবসহ অন্যান্যরা গণপূর্ত অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যার কথা সচিব মহোদয়ের সামনে তুলে ধরেন। সকলের বক্তব্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শুনে সচিব মহোদয় এসব সমস্যা সমাধানকল্পে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী এই সভা শেষে সকলের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে সচিব মহোদয় সভাস্থল ত্যাগ করেন।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী জুবায়েদ বিন জসিম পাপন)

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে পালিত, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে BCS PWEA এর পুষ্পস্তবক অর্পন

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের খালি পায়ে প্রভাতফেরি, শহীদ বেদীতে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সভাসমাবেশের মাধ্যমে বাঙালি জাতি বরাবরের মতো এ বছরও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করলো। একুশে ফেব্রুয়ারী রাত ১২টা ২০ মিনিটে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিসিএস গণপূর্ত প্রকৌশলী সমিতির তৎকালীন সভাপতি প্রকৌশলী মোঃ খোরশেদ আলম ও মহাসচিব প্রকৌশলী এ,কে,এম মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে সমিতির সাধারণ সদস্যরা ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদানের মাধ্যমে এ বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

একুশের প্রথম প্রহরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পরপরই বিসিএস গণপূর্ত প্রকৌশলী সমিতির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এসময় বিসিএস গণপূর্ত ক্যাডারের এক ঝাঁক নবীণ ও প্রবীণ প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন। এর আগে আজিমপুর গণপূর্ত বিভাগ থেকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীগণ প্রভাতফেরি'র যাত্রা শুরু করেন।

এছাড়া সারা দেশব্যাপী সমিতির সদস্যরা নিজ নিজ কর্মস্থলের নিকটে বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান)

মহান স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে BCS PWEA এর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন

যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিগত ২৬শে মার্চ পালিত হলো বাংলাদেশের ৪৫তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। সকালে রাজধানীতে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা করা হয়। দিনের শুরুতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁদের সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে সারা দেশব্যাপী পালিত হয় দিবসটি।

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পাশাপাশি বিসিএস গণপূর্ত প্রকৌশলী সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। ২৬শে মার্চ সকালে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনকালে উপস্থিত ছিলেন BCS PWEA এর তৎকালীন সভাপতি এবং অতিরিক্ত প্রধান

সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন BCS PWEA এর সদস্যবৃন্দ

প্রকৌশলী (সংস্থাপন ও সমন্বয়) জনাব মোঃ খোরশেদ আলম, ঢাকা গণপূর্ত জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, এবং BCS PWEA এর তৎকালীন মহাসচিব প্রকৌশলী এ,কে,এম মনিরুজ্জামান সহ গণপূর্ত অধিদপ্তরের নবীণ ও প্রবীণ প্রকৌশলীবৃন্দ। উল্লেখ্য, সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে গণপূর্ত অধিদপ্তর।

এছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা নিজ নিজ শহরে অবস্থিত স্মৃতিসৌধে মহান স্বাধীনতা দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান)

নবনির্বাচিত কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

গত ১০ই এপ্রিল, ২০১৫ বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সকল সদস্য মিলে কাটালো একটি চমৎকার মনোমুগ্ধকর সন্ধ্যা। এসোসিয়েশনের সকল সদস্যদের নিমন্ত্রণ জানিয়ে নবগঠিত কমিটি রমনার EURO ASIANO রেঁস্তোরায় এক জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মহাসচিব প্রকৌশলী এ,কে,এম মনিরুজ্জামানসহ সকলে বিকেল থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসোসিয়েশনের সদস্যরা উপস্থিত হতে থাকেন। সকলের উপস্থিতিতে ক্রমান্বয়ে রেঁস্তোরার পরিবেশ ভরে উঠেছিল হাসি-ঠাট্টায়, কোলাহলে।

অনুষ্ঠানটি রাত ৮টার দিকে পূর্ণতা লাভ করে এসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা'র আগমনে। তাঁর সম্মতিতে এবং নব-নির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রকৌশলী এ, জেড, এম শফিউল হান্নানের নেতৃত্বে এক সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনার সূচনা করা হয় যাতে অংশগ্রহণ করেন এসোসিয়েশনের-ই বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ।

সংগীত পরিবেশন করছেন গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলীরা

সম্মতিতে এবং নব-নির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রকৌশলী এ, জেড, এম শফিউল হান্নানের নেতৃত্বে এক সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশনার সূচনা করা হয় যাতে অংশগ্রহণ করেন এসোসিয়েশনের-ই বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ। শুরুতেই সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়ে ওঠা "ধন-ধান্য পুষ্পে ভরা" গানে এক মায়াবী আবহের সৃষ্টি হয়।

তারপর অনুষ্ঠান এগিয়ে যেতে থাকে 'চাঁদের সাথে আমি দেব না', 'শুধু গান গেয়ে পরিচয়', 'তোমার ঘরে বাস করে', 'গাড়ি চলে না' প্রভৃতি গানের সাথে। আধা ঘন্টার সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত মহাসচিব জনাব এ, এক, এম মনিরুজ্জামান ও নবনির্বাচিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। পরিশেষে বক্তব্য রাখেন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা। সকলেই আয়োজিত অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে নৈশভোজ শেষে অতিথি শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরই মাঝে সদস্যদের মাঝে চলতে থাকে স্থিরচিত্র ধারণের হিড়িক। আয়োজনের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত সদস্যরা গানের তালে নেচে-গেয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী জুবায়েদ বিন জসিম পাপন)

‘বর্ষবরণ – ১৪২২’ বিপুল সমারোহে পালন করলেন BCS PWEA এর সদস্য এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ

নববর্ষ পৃথিবীর সর্বত্রই দেশীয় সংস্কৃতি, জনগণের অনুভূতি, আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে উদযাপিত হয়। সবার প্রত্যাশা থাকে নতুন বছরে অতীতের সব গ্লানি ধুয়ে-মুছে নতুনভাবে শুরু হোক জীবন, সৌভাগ্যের রাজটীকা শোভিত হোক ললাটে, বিষাদ ও বিড়ম্বনার অবসান হোক। আবহমান কাল থেকে বাংলা নববর্ষের সূচনালগ্ন পহেলা বৈশাখ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অনন্য দিন। পহেলা বৈশাখ তাই শুধুই একটি তারিখ নয়, এই দিন বাংলা সংস্কৃতির ঐশ্বর্যকে মনে করিয়ে দেয়ার দিন, বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ঐতিহ্য স্মরণ করার দিন।

বক্তব্য রাখছেন গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী

বরাবরের মত এবারও নতুন বাংলা বছরকে বরণ করে নিতে BCS PWEA এর প্রকৌশলীগণ ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে ২৫ এপ্রিল, শনিবার গণপূর্ত সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো ‘বর্ষবরণ-১৪২২’। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও BCS PWEA এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক জনাব মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা। অনুষ্ঠানে সরপরিবারে উপস্থিত ছিলেন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ঢাকা জোন-এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও BCS PWEA এর নব-নির্বাচিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং গণপূর্ত প্রজেক্ট সার্কেল-১ এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও BCS PWEA এর নব-নির্বাচিত মহাসচিব জনাব এ, কে, এম মনিরুজ্জামান। নব-নির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রকৌশলী এ,জেড,এম শফিউল হান্নান এবং তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে একঝাঁক নবীন প্রকৌশলীর উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর আবহ বিরাজ করেছে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে। নবীণ প্রকৌশলীদের প্রাণবন্ত পরিবেশনার পাশাপাশি প্রকৌশলীদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ নাচ, গান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে পুরো অনুষ্ঠানটিকে গণপূর্ত পরিবারের মিলন মেলায় পরিণত করেছেন। পরিবেশনাগুলো সাজানো হয়েছিল বাংলা ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে।

নববর্ষ-১৪২২ উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব কবির আহমেদ ভূঞা

পুঁথিপাঠ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকগীতি থেকে শুরু করে বাংলা সংস্কৃতির চিরন্তন আবহ ফুটিয়ে তোলা হয় অনুষ্ঠানটিতে। পুরো সম্মেলন কক্ষে তিল ধারণের জায়গাটুকু ছিল না। সম্পূর্ণ সময় জুড়ে দর্শকদের উল্লাস এবং বিপুল উৎসাহ অনুষ্ঠানটিকে সার্থক একটি আয়োজনে পরিণত করেছে। অনুষ্ঠান শেষে গণপূর্ত পরিবারের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে কেক কেটে বর্ষবরণ করে নেন BCS PWEA-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এরপর সকলে সম্মেলন করে নিচ তলায় নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। এরকম একটি আয়োজন এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, হৃদ্যতা, ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক আকারে অনুষ্ঠান আয়োজনে উৎসাহ যোগাবে। পূর্ব দিগন্তে প্রভাতের সূর্য হাসুক, খুশির বার্তা নিয়ে পাখিরা মুক্ত মনে গান গেয়ে উড়-ক খোলা আকাশে। মুছে যাক ব্যর্থতার সব স্মৃতিচিহ্ন। সূচনা হোক নতুন বছরের। হারিয়ে যাওয়া দিনের প্রাপ্তি প্রত্যাশার হিসাব। স্বপ্নীল আগামী গড়ার দৃঢ়প্রত্যয়ে সূচিত হোক নতুন দিনের, নতুন বছরের। বাংলা সন হোক আমাদের জীবনে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার অনুপ্রেরণা।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ আছিব)

জাতীয় সংবাদপত্রে BCS PWEA এর নব-নির্বাচিত কমিটি

গত ৩০শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয়ে যায় বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচন। নির্বাচন শেষে নবগঠিত কমিটির পরিচিতিমূলক সংবাদটি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন স্বনামধন্য জাতীয় সংবাদপত্রে। এর ফলে এসোসিয়েশনের তথা গণপূর্ত অধিদপ্তরের পরিচিতি আরও বিস্তৃতি লাভ করে। যেসব পত্রপত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছেঃ-

১. দৈনিক ইত্তেফাক - ১২ই এপ্রিল, ২০১৫
২. দৈনিক সমকাল - ১২ই এপ্রিল, ২০১৫
৩. দৈনিক যুগান্তর - ০৬ই এপ্রিল, ২০১৫
৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন - ০৬ই এপ্রিল, ২০১৫
৫. দৈনিক আমাদের সময় - ০৮ই এপ্রিল, ২০১৫
৬. দৈনিক ভোরের ডাক - ০৮ই এপ্রিল, ২০১৫
৭. দৈনিক ভোরের কাগজ - ০৭ই এপ্রিল, ২০১৫
৮. দৈনিক সংগ্রাম - ০৮ই এপ্রিল, ২০১৫
৯. দৈনিক জনতা - ০৭ই এপ্রিল, ২০১৫
১০. দৈনিক নয়া দিগন্ত - ০৬ই এপ্রিল, ২০১৫
১১. দৈনিক ইনকিলাব - ০৬ই এপ্রিল, ২০১৫

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী জুবায়েদ বিন জসিম পাপন)

বিসিএস গণপূর্ত প্রকৌশলী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠিত

গত ১২ই জুন রোজ শুক্রবার অপরাহ্নে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিসিএস গণপূর্ত প্রকৌশলী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত (২০১৫-১৬) কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী ও বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা উপস্থিত ছিলেন।

সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত (২০১৫-২০১৬) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও ঢাকা গণপূর্ত জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

বার্ষিক সভায় নবনির্বাচিত কাযনির্বাহী কমিটির মহাসচিব প্রকৌশলী জনাব এ,কে,এম, মনিরুজ্জামান সমিতির বিগত এক বছরে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং সমিতির ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি তার বক্তব্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর পদটিকে ২য় গ্রেডে ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদটি ৩য় গ্রেডে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পদোন্নতির পথ সুগম করার লক্ষ্যে সমিতির গৃহীত কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তার বক্তব্যের পর সমিতির সদস্য ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদমর্যাদার প্রকৌশলীগণ তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। এসব বক্তব্যে তাঁরা সমিতির নেতৃবৃন্দের কাছে তাদের বিভিন্ন দাবী তুলে ধরেন ও সমিতির সাম্প্রতিক বিভিন্ন সাফল্যের ভূঁয়সী প্রশংসা করেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০১৫ তে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে সমিতির সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। এরপর মাগরিবের নামাজ ও চা পানের বিরতির পর নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম কমিটির সকল সদস্যদেরকে একে একে মঞ্চে আহ্বান করেন এবং মঞ্চে উপস্থিত সকল অতিথিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথি তাদের বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা, তাঁর বক্তব্যে বিগত বছরগুলোতে সমিতির গৃহীত পদক্ষেপসমূহের প্রশংসা করেন এবং সমিতির সদস্যদের সুষ্ঠু পদোন্নতিসহ সদস্যদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আরো তৎপর হবার জন্যে সমিতির নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ সমিতির সদস্যদের পদোন্নতিসহ অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমিতিকে সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি গণপূর্ত অধিদপ্তরের বিদ্যমান টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অভিষেক অনুষ্ঠানে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ

অভিষেক অনুষ্ঠানের পর একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ফোক সম্রাজ্ঞী মমতাজ তার অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় মুগ্ধ করেন হলভর্তি দর্শককে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর নৈশভোজ ও র‌্যাফেল ড্র'র মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান)

রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হলো CNCRP প্রকল্পের কারিগরী সভা

ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। জনসংখ্যার অত্যধিক ঘনত্ব ও অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে যে কোন সময় মাঝারি থেকে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটিত হলে যে পরিমাণ ক্ষতি ও দুর্ভোগ সৃষ্টি হবে, তার আর্থ-সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক মূল্য নিরূপণ করা দুরূহ। এ সকল ক্ষতিকর প্রভাবকে যথাসম্ভব হ্রাসের লক্ষ্যে জাপান সরকারের কারিগরী সহায়তায় এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে 'ভূমিকম্প-প্রতিরোধী কনক্রিট ভবন' নির্মাণে পুরকৌশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে চার বছর মেয়াদী Capacity Development on Natural Techniques of Resistant Disaster and Retrofitting for Public Buildings Construction (CNCRP) প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে। শুধুমাত্র ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের সরকারী ভবনগুলো এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। পাঁচটি ক্ষেত্রে সামর্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছেঃ

(ক) ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে তালিকাভুক্তি এবং ঝুঁকি নিরূপণ

(খ) রেট্রোফিটিং ডিজাইন

(গ) নির্মাণ ব্যবস্থাপনা

(ঘ) মান নিয়ন্ত্রণ

(ঙ) প্রকল্পের ফলাফল এবং ধারণাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকিমুক্ত ভবনের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই এই প্রকল্পের মহৎ উদ্দেশ্য।

CNCRP প্রকল্পের কারিগরী সভায় বক্তব্য রাখছেন বক্তাগণ

CNCRP প্রকল্পের ফলে প্রাপ্ত তথ্য, ধারণা ও জ্ঞান সকলের মাঝে বিস্তারের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে দেশের অগ্রগণ্য প্রকৌশলী, স্থপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্যমান্য শিক্ষক এবং ভবন নির্মাণ কাজে জড়িত পেশাজীবীদের অংশগ্রহণে কারিগরী সভার আয়োজন করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে গত ২৫ এপ্রিল শনিবার রাজধানী ঢাকার গুলশানে হোটেল লেকশোর-এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক দিন ব্যাপী কারিগরী সভা যার শিরোনাম ছিল Development of Safer Buildings: Overcoming of the Tragedy of Rana Plaza Incident. এই সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ কবির আহমেদ ভূঞা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাইকা-বাংলাদেশ কার্যালয়ের সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ জনাব হিরোইউকি তোমিতা। সভার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন CNCRP প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও বিশেষ প্রকল্প) জনাব আইনুল ফরহাদ।

তিনটি সেশনে বিভক্ত প্রায় আট ঘন্টা ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সভায় অংশগ্রহণ করেন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ডিজাইন ও বিশেষ প্রকল্পে কর্মরত সকল প্রকৌশলী, জাইকা-বাংলাদেশ ও জাইকা বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যবৃন্দ, জাপান ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ, ভবন নির্মাণ শিল্পে জড়িত বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীবৃন্দ, গণমাধ্যমকর্মীসহ আরও অনেকে।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ আছিব)

পদোন্নতির সংবাদ

- বিগত ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী থেকে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ৫ (পাঁচ) জন, নির্বাহী প্রকৌশলী থেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে ১২ (বার) জন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী থেকে নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ৩৩ (তেত্রিশ) জন, সহকারী প্রকৌশলী থেকে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে ০৭ (সাত) জন পদোন্নতি লাভ করেছেন।
- চলতি দায়িত্বে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে ৩(তিন) জন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে ৫(পাঁচ) জন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী পদে ১৭(সতের) জন এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে ১৩(তের) জন দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।
- উপ-সচিব পদে ১৭তম বিসিএস (গণপূর্ত) ব্যাচে'র ৩(তিন) জন প্রকৌশলী পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী মোঃ রকিবুল হাসান)

বৃষ্টির পানি ব্যবহার ঃ প্রেক্ষাপট ঢাকা

সৈয়দ আজীজুল হক পিইঞ্জ,
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

ঢাকা শহর এমন একটি রাজধানী হিসাবে গড়ে উঠছে যার বহুদিনের পুঞ্জীভূত হাজারো সমস্যার মাঝে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন অনেক সমস্যা যোগ হয়ে এই বোঝা আরো বাড়ছে। ঢাকা শহরের সমস্যাগুলি প্রধানত এর ক্রমবিকাশমান জনসংখ্যার জন্য সৃষ্টি হচ্ছে বলে সকলে মনে করেন। কিন্তু জনসংখ্যার উর্ধ্বগতির কারণগুলোকে আমলে আনা হয় কিনা তা চিন্তার বিষয়। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বড় সমস্যা হলেও তার চেয়ে বড় সমস্যা হল এলাকাভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব। জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে সর্বাধিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে ঐ সকল এলাকায় সকল নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদার মাত্রাগুলো অনেকটা আকাশচুম্বি হয়ে দাঁড়ায় যার সহজ প্রতিকার তো হয়ই না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা পুরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তেমনি একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা হচ্ছে ঢাকা শহরের জন্য পর্যাপ্ত পানির যোগান। মানবীয় মৌলিক চাহিদাগুলির প্রধান ও প্রথম চাহিদা যদি অন্ন ধরা হয়, তাহলে সেই অন্ন যোগানের জন্যও প্রধান চাহিদা পানি। যার আরেক নাম জীবন। তাই অন্য যে কোন চাহিদা মেটাতে যৌক্তিক কোন বিবেচনায় নিবৃত্ত থাকা গেলেও পানির চাহিদা মেটাতে নিবৃত থাকা যায় না। জীবনের উপর হুমকি আসলে দুর্বল প্রাণীও যেমন প্রতিরোধী হয়ে ওঠে তেমনি পানির অভাবে দুর্বল শ্রেণীরাও সোচ্চার ও প্রতিবাদী হয়ে উঠে। এ কারণেই শহর এলাকায় বিশেষ করে ঢাকায় পানির তীব্র অভাব দেখা দিলে ভূক্তভোগীরা প্রধানত মহিলারা খালি কলস নিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। এতে জল সরবরাহকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ার নজির চোখে পড়ে। এ অবস্থা যতই সংকটাপন্ন হবে পরিস্থিতি ততই ভয়াবহ হওয়ার আশংকা থাকবে। শহরগুলিতে জনসংখ্যা অনুপাতে সকল চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী, সেবা ইত্যাদি যথাসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হয়। পানি তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী এবং প্রশ্নাতীত ভাবে একটি সেবা খাতও।

সকল পণ্য সামগ্রী প্রয়োজন অনুযায়ী সংগ্রহ করা যায়, তৈরী করে নতুবা অন্য কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করে। পানি শুধু সংগ্রহ করতে হয়; যদিও তা তৈরী করা যায় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এর রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে যা এক্ষেত্রে বাস্তবতা বিবর্জিত। তাই শহর এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য সর্বক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উৎস ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে ভূ-উপরোস্থ নদী ও জলাশয়ের পানি এবং পরে আসে ভূগর্ভস্থ পানির কথা। শহরের সকল পানির চাহিদা সম্ভব হলে সবটুকুই ভূ-উপরোস্থ জলাধারগুলো থেকে সংগ্রহ করা সার্বিক বিবেচনায় প্রণিধানযোগ্য। ভূ-উপরোস্থ পানির ব্যবহার যখন একেবারেই অসম্ভবের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় তখন ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহারের কথা বিবেচনায় আনা যায়। পানির এই দুই উৎসের নেতিবাচক দিক হচ্ছে যে, ভূ-উপরোস্থ পানি তার অববাহিকায় সৃষ্ট সকল ধরনের অনিয়ন্ত্রিত অপরিশোধিত বর্জ্যের দ্বারা দূষিত হওয়ার আশংকা থাকে এবং সময় সময় পানির পরিমাণে তারতম্য দেখা দিতে পারে, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানি যদি পর্যাপ্ত ভাবে পুনর্ভরণ না হয় তবে অতি মাত্রায় উত্তোলনের ফলে পানির স্তর নিম্নমুখী হতে হতে এক সময় তা নাগালের নিচে নেমে যায়। ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে ভূউপরোস্থ নদীগুলোর পানির মাত্রাতিরিক্ত দূষণ আর এর ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের ক্রমাবনতি এ শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে হুমকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। দিন দিন এই পরিস্থিতির সন্তোষজনক কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা না দেওয়ায় ঢাকার ভবিষ্যত নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। শুধু বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না, প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য কার্যকর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়, কিন্তু অদ্যাবধি ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে শংকা শুধু বাড়ছেই। দিন যতই যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই জটিল আকার ধারণ করছে। নদীর পানির দূষণ মাত্রা এতই বাড়ছে যে তা এখন পরিশোধন মাত্রার বাইরে চলে যাচ্ছে। পানির স্তর যে হারে নামছে তাতে শুধু পানির প্রাপ্যতাই অনিশ্চিত হচ্ছে না, এর সংগে ভূমি ধ্বস বা ভূমির উপরিস্তর বসে যাওয়ার আশংকা করা হচ্ছে। বর্তমান অবস্থাতে এ সকল মাত্রা এমন পর্যায়ে এসেছে যে, গ্রহণযোগ্য সময়ের মধ্যে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার তেমন কোন সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে না, ফলে যত শংকার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোন উপায় কি নেই? অবশ্যই আছে এবং অনেক উদাহরণও আছে। তবে এটা বাস্তবতা যে উত্তরণ সহসা বা অতিদ্রুত সম্ভব নয়। ততদিনে পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে পারে।

বৃষ্টির পানি ব্যবহার নতুন কিছু নয়; তবে শহরাঞ্চলে এর ব্যাপক ব্যবহার নির্ভর করছে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ও আইনের বাধ্যবাধকতার উপর। ভূ-গর্ভস্থ পানিও কখনো কখনো দূষিত হয় তবে তা সচরাচর ঘটে না। বৃষ্টির পানিও দূষিত হতে পারে যদি সে অঞ্চলের বায়ু দূষণের মাত্রা অতি মাত্রায় হয়ে থাকে। তবে উল্লেখ্য যে, বৃষ্টির পানির এই দূষণ শুধু মাত্র বৃষ্টি শুরু হওয়ার প্রাথমিক কিছু সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রাথমিক বৃষ্টির সাথে ঐ বায়ুমন্ডলের দূষণকারী কণাগুলি নেমে আসে ফলে পরবর্তীকালের বৃষ্টির পানিতে ততই দূষণ থাকে না। আবার বিশুদ্ধ বৃষ্টির পানি যে স্থানে পড়ে সে স্থানের জমে থাকা বা সে স্থান থেকে নির্গত হওয়া দূষিত পদার্থের সাথে সংমিশ্রণ হয়ে বৃষ্টির পানি দূষিত হয়। তাই বিশুদ্ধ বৃষ্টির পানি সংগ্রহের জন্য প্রারম্ভিক কিছু বৃষ্টির পানি ফেলে দিয়ে পরিষ্কার এবং দূষণ হবে না এমন কোন তলের উপর নিপতিত বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

পানি যে সকল কাজে ব্যবহৃত হয় বৃষ্টির পানি সেই সকল কাজেই ব্যবহার করা যায়। খাওয়া থেকে অন্য যে কোন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। বৃষ্টির পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুযায়ী পরিশোধিত বা বিশুদ্ধ করতে হয়। যেমন খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হলে একে নির্বীজন করা প্রয়োজন হয় আর বাগানের পানি দেওয়া বা টয়লেট ফাশিং এর কাজে ব্যবহার করতে হলে তেমন কোনো বিশুদ্ধকরণ ব্যবস্থা না নিয়েও সরাসরি ব্যবহার করা যায়। এমনতর এই জটিল পরিস্থিতিতে বিকল্প পন্থার আশ্রয় খুঁজতে হবে। শহরের পানির সরবরাহের জন্য যখন ভূ-উপরোস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরযোগ্যতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশা ক্ষীণ হয়ে আসে তখন আর এক প্রাকৃতিক পানির উৎসের উপর নির্ভর করতে হয় আর তা হচ্ছে বৃষ্টির পানি। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও যেখানে পানির তীব্র অভাব রয়েছে সেখানে বৃষ্টির পানি বিকল্প উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমনকি প্রতিবেশী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। ঢাকায় যদিও পানির অভাব নাই কিন্তু বিশুদ্ধ ও সংগ্রহযোগ্য পানির অভাব আছে এবং তা সময়ের সাথে তীব্রতর হচ্ছে, বৃষ্টির পানি ব্যবহারই এ সংকট উত্তরণের বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হবে।

বৃষ্টির পানি আলাদা বা ভিন্ন কোন ধরণের পানি নয়। তবে বৃষ্টির পানি এর উৎপত্তি স্থল আকাশের মেঘপুঞ্জ থেকে আর তা পৃথিবীতে নেমে আসে বৃষ্টি রূপে। এতক্ষণ যে ভূ-উপরিস্থ আর ভূ-গর্ভস্থ পানির কথা বলা হলো বাস্তবিক ভাবে এদের উৎপত্তিও তো ঐ বৃষ্টির পানিই। অবস্থানগত পার্থক্য এই যে, ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির অবস্থান পানির কোন না কোন আধারের মধ্যে, যেখান থেকে পানি সংগ্রহ করা হয় আর বৃষ্টির পানি আমাদের কাছে আসে ফোঁটায় ফোঁটায় যা সংগ্রহ করা হয় তৈরীকৃত পানির অধারে যেখান থেকে বৃষ্টির পানি প্রয়োজন মাফিক পরিষ্কার করে ব্যবহার করতে হয়।

দালান নির্মাণে বিল্ডিং কোড মেনে চলা

জি এম এম কামাল পাশা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

সাভার রানা প্লাজা ধ্বসের পর আলোচনার পাদপিঠে উঠে আসে বিল্ডিং কোড। তবে এই কোড নিয়ে কথাবার্তা যত হয়েছে, কাজের কাজ তত হয়নি। বিল্ডিং ধ্বসে পড়া, হেলে পড়া বা বিল্ডিংয়ে আগুন লেগে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেই চলেছে। ২০১২ সালের নভেম্বরে আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশন্স কারখানা ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের দগদগে ক্ষত না শুকাতেই জাতীয় জীবনে নেমে আসে সাভার ট্রাজেডি, যা এগারশ'র অধিক গার্মেন্টস শ্রমিকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। হাজারো মানুষের হঠাৎ লাশ হওয়া দেখে বেদনাসিক্ত হয়েছে পুরো জাতি। আলোর খুব কাছাকাছি এসেও অন্ধকারের গহিনে স্তব্ধ হয়ে গেছে শাহিনার জীবনের শেষ স্পন্দন। অনেকে হাত-পা হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনযাপন করছে। হৃদয় বিদারক মর্মস্পর্শী এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে দেশের প্রকৌশলী, স্থপতি ও নাগরিক সমাজে বিল্ডিং কোড মেনে দালান নির্মাণের ব্যাপারে সরব আওয়াজ ওঠে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কোড প্রকাশের পর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এর প্রয়োগে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি আজও। দালান নির্মাণে আমরা খুব কমই বিল্ডিং কোড মেনে চলি। ফলে কিছুদিন পর পর হয় আগুনে পুড়ে, না হয় বিল্ডিং ধ্বসে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে শত শত তাজা প্রাণ অকালে মৃত্যুবরণ করে। লোভ লালসায় মত্ত হয়ে নিয়ম ভাঙে এক শ্রেণী আর তার দায় শোধ করে আরেক শ্রেণী, সর্বোচ্চ মূল্যে, জীবনের বিনিময়ে। এ অবস্থা কারোরই কাম্য হতে পারে না। স্বজন হারানোর বেদনায় শুধু চোখের জল না ফেলে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, দালান নির্মাণে বিল্ডিং কোডের প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বিল্ডিং কোড বলতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড বুঝায় যা সংক্ষেপে বিএনবিসি নামে পরিচিত। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে দালান ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত এই কোড প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি প্রণয়নে প্রকৌশলীদের পেশাগত সংস্থা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন অব বাংলাদেশ (আইইবি) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে যা ইতিমধ্যে দেশের দালান নির্মাণ শিল্পে এক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

কোড প্রস্তুতের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ও বেশ কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশের কোড বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে দেশের চলমান প্রযুক্তির ধারা ও কৌশল বিবেচনায় আনা হয়েছে। দেশে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রযুক্তিগত সামর্থ্য, পরিবেশ, আবহাওয়া, ভূ-তত্ত্ব ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৈশিষ্টগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে কোড প্রস্তুতের জন্য ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে।

বিগত বহু বছরের আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি যেমন-বাতাসের গতিবেগ, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে দালানের প্ল্যান ও ডিজাইন স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। এতদঞ্চলের শত শত বছরের ভূমিকম্পের তথ্যাদির ভিত্তিতে দেশের ভূ-তাত্ত্বিক ও জিওটেকনিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করে বাংলাদেশের অঞ্চল ভিত্তিক একটি সিজমিক ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

রাজধানী ঢাকাসহ মেট্রোপলিটান শহরগুলোতে জমির স্বল্পতাহেতু গড়ে উঠছে গগনচুম্বী অট্টালিকা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আবাসন চাহিদা মেটাতে নির্মিত হচ্ছে সু-উচ্চ এপার্টমেন্ট ভবন। যত্রতত্র গড়ে উঠেছে গার্মেন্টস কারখানা। অথচ এসব ভবনের ফায়ার সেফটি ও সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না। কাজেই প্রতিনিয়ত অগ্নিঝুঁকির মধ্যেই আমরা বসবাস করছি। এ থেকে মুক্তি পেতে কোডে দালান পরিকল্পনা, ডিজাইন ও নির্মাণ পদ্ধতিতে অগ্নিকান্ডের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিল্ডিং কোডে দালানের অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ সংক্রান্ত উপায়সমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

ক. দালানের আগুন প্রতিরোধ ও বিস্তৃতিরোধঃ দালান নির্মাণে অগ্নি নিরোধক পদার্থ ব্যবহার ছাড়াও দালান এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে আগুন লাগলে দ্রুত আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। প্রতিটি কক্ষ এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন তা কিছু সময়ের জন্য আগুন ধরে রাখতে পারে। সিঁড়িঘর, লিফট গহ্বর ইত্যাদি অগ্নিকান্ডের সময় যাতে আগুন আটকে রাখার খাড়া কম্পার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে দালান পরিকল্পনা ও নির্মাণে সেটিও খেয়াল রাখা প্রয়োজন।

খ. অগ্নিকান্ডের সময় জীবন রক্ষার্থে দ্রুত দালান থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ঃ অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হওয়ার সাথে সাথে দালান ব্যবহারকারীগণকে সতর্কীকরণ ও বাইরের সহযোগিতা আহ্বানের জন্য বিপদসংকেত প্রদানের ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রাখতে হবে। দালানের করিডোরের আকৃতি, সিঁড়ির প্রশস্থতা ও অবস্থান এমন হওয়া উচিত যাতে অগ্নিকান্ডের সময় নিরাপদ বহির্গমন পথ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুযায়ী দালানে পর্যাপ্ত বহির্গমন পথ, করিডোর, সিঁড়ি ইত্যাদি থাকা আবশ্যক।

গ. দালানের ভিতরে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাদি স্থাপনঃ দালানের বিভিন্ন স্থানে বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। এগুলো শুধু স্থাপন করলেই চলবে না, অপারেশন পদ্ধতিও জেনে নিতে হবে এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সচল রাখতে হবে। বহুতলবিশিষ্ট দালানের ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ করে সার্বক্ষণিক পানি ভর্তি রাখতে হবে।

বিদ্যমান সুবিধাদি বিবেচনায় রেখে বিল্ডিং কোডে যুক্তিযুক্তভাবে অগ্নি প্রতিরোধ স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণসহ বিভিন্ন ধরনের দালানের বহির্গমন পথ সংক্রান্ত প্রশস্থতা, সিঁড়ির অবস্থান ইত্যাদি বিশদভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। অগ্নি দুর্ঘটনায় প্রাণহানি রোধে হাইরাইজ দালানের ফায়ার ড্রিল ও ইভাকুয়েশন পদ্ধতির দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে শিল্প-কারখানা ও গোডাউন এর ভেন্ট, ফায়ার ডিটেকশন পদ্ধতি এবং কুড়ি মিটারের অধিক উচ্চতার দালানের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থাদির উল্লেখসহ ফায়ার এলার্ম পদ্ধতি সম্পর্কে স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

কাঠামো ডিজাইন যা দালানের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করে সেটি করতে হবে মাটির ধরণ বিবেচনা করে। ব্যবহারের ধরণ ও ব্যবহারকারীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে বিভিন্ন ধরণের দালানকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে যেমন-আবাসিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বানিজ্যিক, মিলনায়তন, শিল্প-কারখানা, গুদামঘর ইত্যাদি। দালানের শ্রেণী ও অবস্থান অনুযায়ী ডেড লোড, লাইভ লোড ও এনভায়রনমেন্টাল লোড বিবেচনা করে দালান কাঠামো ডিজাইন করা হয়। একটি গার্মেন্টস কারখানার সেফটি স্ট্যান্ডার্ড, সিঁড়ির সংখ্যা ও প্রশস্ততা একটি আবাসিক ভবনের চেয়ে ভিন্ন হয়। আবার একটি মার্কেট ভবন যে লাইভ লোড ধরে ডিজাইন করা হয়, একটি কারখানা ভবন ডিজাইনে তার চেয়ে অনেক বেশি লাইভ লোড বিবেচনা করা হয়, কারণ কারখানা ভবনে একসঙ্গে অনেক লোক কাজ করে থাকে, থাকে অনেক ধরণের মেশিনারিজ এবং ঐসব মেশিনারিজ এর ভাইব্রেশন। ডেড লোড হচ্ছে দালানের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- বিম, স্লাব, কলাম ইত্যাদির নিজস্ব ওজন। একটি ভবনের লাইভ লোড যখন বাড়ে, তখন স্লাবের পুরুত্ব, বিম ও কলামের সাইজ বেড়ে যায়। ফলে ডেড লোডও বাড়ে। এইসব ডেড ও লাইভ লোড বিম দ্বারা কলামে এবং কলাম দ্বারা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মাটিতে ট্রান্সফার হয়। কাজেই একটি কারখানা ভবনের ফাউন্ডেশন আর একটি মার্কেট কমপ্লেক্স এর ফাউন্ডেশন এক হয় না। সার্বিক লোড বিবেচনায় কারখানা ভবনে হেভি ফাউন্ডেশন দরকার হয়। ফাউন্ডেশনের তলার মাটির ভার বহন ক্ষমতা কম হলে দালানে ম্যাট অথবা পাইল ফাউন্ডেশন দেওয়া হয়। ভবনের ক্যাটাগরী অনুযায়ী স্বীকৃত বিল্ডিং কোড মেনে লোড এনালাইসিস করে ডিজাইন তৈরী করা হয় যা একটি জটিল গাণিতিক প্রক্রিয়া। ব্যবহারের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের দালান ডিজাইনের ক্ষেত্রে লাইভ লোডের পরিমান ভিন্ন ভিন্ন বিবেচনা করা হয় যার টেবিল বিল্ডিং কোডে সন্নিবেশ করা আছে। দালানে স্থাপিত মেশিনারিজ ভাইব্রেশন ও ইমপ্যাক্ট অতিরিক্ত লাইভ লোড হিসাবে ধরা হয়, যা ডাইনামিক এনালিসিস করে নিরুপণ করা হয়। এনভায়রনমেন্টাল লোড যথা-বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুর গতিবেগ মানচিত্র, বৃষ্টিপাত মানচিত্র ও একটি সংশোধিত সিজমিক জোনিং ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

সিজমিক ম্যাপ অনুযায়ী সারাদেশকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। জোন-১ সবচেয়ে কম ভূমিকম্প প্রবন, জোন-২ মধ্যম ও জোন-৩ সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প প্রবন। ভূমিকম্প লোড নির্ণয়ে জোন-২ এর ভূমিকম্প সহায়ক জোন-১ এর দ্বিগুন এবং জোন-৩ এর ভূমিকম্প সহায়ক জোন-১ এর প্রায় তিনগুন ধরা হয়। কোডে দালানের শ্রেণী ও অবস্থান অনুযায়ী লোড নিরূপন, দালান ডিজাইনের পদ্ধতি ও স্টান্ডার্ডসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। দালান নির্মাণকালে ফর্মওয়ার্ক ভেঙে পড়ে অনেক শ্রমিক-মিস্ত্রী হতাহত হয়। আবার ফর্মওয়ার্ক খোলার পর অনেক সময় ছাদ ধ্বসে পড়ে। ফর্মওয়ার্ক ডিজাইন ও অপসারণ সংক্রান্ত কোডাল স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণসহ রি-ইন ফোর্সড্ কংক্রিট (আরসি) অবকাঠামো নির্মাণের খুঁটিনাটি বিধৃত করা হয়েছে। লবণাক্ত এলাকা ও বিভিন্ন পরিবেশগত অবস্থায় লোহার পরিস্কার আবরণীর (clear cover) টেবিল সন্নিবেশিত আছে। যা আমাদের দেশের মত আর্দ্র জলবায়ুতে টেকসই দালান নির্মাণের জন্য মেনে চলা অতি আবশ্যক।

নির্মাণ কাজ চলাকালে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যে কোন অবহেলার কারণে ঘটতে পারে ছোটখাটো অথবা বড় কোন দুর্ঘটনা। বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প ব্যাপকভিত্তিক শ্রম নির্ভর বিধায় এসব দুর্ঘটনার ফলে সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সাথে মানুষের হতাহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। নির্মাণকালে সম্পদ এবং জনসাধারণ ও কর্মরত শ্রমিকদের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব ও উপায়সমূহ কোডে অন্তর্ভূক্ত আছে। এছাড়া নিরাপদ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে দালান ভেঙে ফেলার উপায়সমূহ বিধৃত করা হয়েছে।

দালান ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন ধরণের সার্ভিস যথা-বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, একুস্টিকস, স্যানিটারী, পানি, গ্যাস ইত্যাদি দরকার হয়। নিরাপদ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কোড এসব সার্ভিস স্থাপনে ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করেছে। এয়ারকন্ডিশনিং, হিটিং ও ভেন্টিলেশন, লিফট, এসকেলেটর ও মুভিংওয়াক, প্লাম্বিং ও স্যানিটেশন ইত্যাদির ষ্ট্যান্ডার্ডাইজেশনে কোডে খুঁটিনাটি বিষয়াদি উল্লেখ আছে।

সকল নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য Occupancy Certificate এর বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য। অর্থাৎ ভবন নির্মাণের পূর্বে নকশার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং সমাপ্তির পর যথাযথ কারিগরি তদারকির মাধ্যমে অনুমোদিত স্থাপত্য ও কাঠামো নকশা মোতাবেক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং তা প্রকৃত অর্থে ব্যবহার উপযোগী হয়েছে মর্মে সনদ গ্রহণ করতে হবে। কাজেই আমরা যদি আমাদের গার্মেন্টস কারখানাগুলোতে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধ করতে চাই, ভূমিকম্পের মত অনিশ্চিত বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে চাই, দালান ধ্বসে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে জীবিত মানুষের লাশ দেখতে না চাই, দেশের নির্মাণ শিল্পে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ফিরিয়ে আনতে চাই তাহলে দালান ও স্থাপনা নির্মাণ স্বীকৃত বিল্ডিং কোড ও প্রচলিত ইমারত বিধিমালা মেনে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আমাদের দেশে একটি দালান এক উদ্দেশ্যে নির্মাণ করে আরেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা একটি বহুল পরিচিত বিষয়। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কারণে দালানের নিরাপদ ব্যবহারের ধারাবাহিক ঝুঁকি বিবেচনায় এনে দালানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নির্মিত দালানের পরিবর্তিত ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদির স্ট্যান্ডার্ড নিরূপণ করা হয়েছে। দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার উদ্দেশে কোডে ঐতিহাসিক দালানসমূহের স্থাপত্য সৌন্দর্য অটুট রেখে পরিবর্তন ও সংস্কারের মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন, প্রচার ও যোগাযোগের উদ্দেশ্যে দালানে প্রায়শ সাইন বোর্ড ও বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়। অনিয়ন্ত্রিত সাইন বোর্ড স্থাপন স্থানিক দৃশ্যমানতা বাধাগ্রস্ত করতে পারে, জনসাধারণের নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে, ধর্মীয় ও নৈতিক অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে এবং আরও নানাভাবে তা আপত্তিকর হয়ে উঠতে পারে। মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও জনকল্যাণের দিক খেয়াল রেখে বিল্ডিং কোডে সাইন ও হোর্ডিংয়ের ডিজাইন, স্থান, নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণের ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রযুক্তি সদা গতিশীল। এটি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ও অগ্রসরমান যা বিল্ডিং কোডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রযুক্তি উন্নয়নের সাথে সাথে সময়ের চাহিদা মেটাতে কোড আপডেটিং ও সংশোধনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পেশাজীবীদের লাগাতার পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশমালা সংগ্রহ ও পরীক্ষাপূর্বক কোডের পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য হাউজ বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের আওতায় একটি সেল কাজ করে যাচ্ছে। অসংখ্য টেবিল, গ্রাফ ও চিত্রে সমৃদ্ধ এই কোড বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পে বিরাজমান বিশৃঙ্খলা রোধে পুরোপুরি সক্ষম। নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের অপচয় হ্রাস, দালানের স্থায়ীত্ব ও ব্যবহার উপযোগিতা বৃদ্ধি, ভবন ধ্বস, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলাসহ সার্বিকভাবে জনকল্যাণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারের একটি প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন আশু প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় দালান নির্মাণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ করা এখন সময়ের দাবী। জাতীয় প্রয়োজনে এ দাবী উপেক্ষা করার উপায় নেই।

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কিছু টিপস

মোঃ এনামুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অডিট বিভাগ, ঢাকা।

অডিট সরকারী কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের টাকার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করাই অডিটের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ অডিট আপত্তিই হয়ে থাকে আমাদের অসতর্কতা কিংবা অজ্ঞতার কারণে। নতুন অডিট আপত্তি যেন না হয় সে ব্যাপারে যেমন আমাদের সজাগ থাকতে হবে, তেমনি পুরনো অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যাপারেও সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকতে হবে।

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কয়েকটি টিপস নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১। অডিট টিম প্রধানের নিকট থেকে অডিট পরিদর্শন প্রতিবেদন (Audit Inspection Report যা AIR নামে পরিচিত) পাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব আপত্তিগুলির জবাব যথাযথ প্রমাণকসহ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর সুপারিশসহ (সার্কেলের আপত্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর সুপারিশ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। জবাব প্রদানে দেরী করলে অধিকাংশ আপত্তিই সাধারন অনুচ্ছেদ থেকে অগ্রীম অনুচ্ছেদে রূপান্তরিত হয় যা নিষ্পত্তি করা কষ্টসাধ্য। কাজেই AIR প্রাপ্তির পর দ্রুত জবাব প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। AIR প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে অডিট টিম প্রধানের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে হবে।

২। আপত্তি নিষ্পত্তির স্বপক্ষে প্রতিটি যুক্তি আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফে উল্লেখ করতে হবে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় পুরো জবাব একটিমাত্র প্যারাগ্রাফে লেখা হয়। ফলে মূল পয়েন্টগুলো অডিট নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তার মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। প্রয়োজনে বুলেট পয়েন্ট ব্যবহার করে প্রতিটি যুক্তিকে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৩। জবাবের শেষে সংযুক্তিসমূহের তালিকা দিতে হবে। উক্ত তালিকার ক্রমিক অনুযায়ী সংযুক্তিগুলো দিতে হবে প্রতিটি সংযুক্তিতে ট্যাগ লাগাতে হবে। এতে সংযুক্তিগুলো খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। সংযুক্ত প্রমাণকগুলো সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে অনেক সময় আপত্তি নিষ্পত্তি না করে পুনরায় জবাব চাওয়া হয়।

৪। একাধিক আপত্তি একসাথে বাঁধাই করার ক্ষেত্রে আপত্তিগুলো অবশ্যই একই নিরীক্ষা সময়ের হতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন নিরীক্ষা সময়ের আপত্তি কোনভাবেই একত্রে বাধাই করা যাবে না। কারণ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রতি বছরের জন্য আলাদা আলাদা ফাইল খোলা হয়।

৫। সকল প্রমাণক অবশ্যই একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে। কারণ সত্যায়িত ছাড়া কোন প্রমাণক গ্রহণযোগ্য নয়।

৬। প্রমাণকগুলো অবশ্যই পাঠযোগ্য হতে হবে। প্রায়শ একাধিকবার ফটোকপি করার ফলে প্রমাণকগুলো ঠিকমতো পড়া যায় না। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সকল প্রমাণকের মাষ্টারকপি বিভাগীয় দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে উক্ত মাষ্টারকপি থেকে ফটোকপি করতে হবে।

৭। অডিট আপত্তির সাথে কোন পরিশিষ্ট থাকলে উক্ত পরিশিষ্টগুলো অবশ্যই ব্রডশীট জবাবের সাথে সংযুক্ত করে দিতে হবে। পরিশিষ্ট ছাড়া অডিট আপত্তিটি অসম্পূর্ণ। আপত্তির ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য না থাকায় আপত্তিটি পুন:জবাব চেয়ে মন্ত্রণালয় থেকে ফেরৎ পাঠানো হতে পারে।

৮। অডিটকে চ্যালেঞ্জ করে জবাব লেখা উচিত নয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, “অডিটের মন্তব্য সঠিক নয়” কিংবা “অডিট আপত্তিটি সঠিক নয়” এরূপ বাক্য ব্রডশীট জবাবে উল্লেখ করা হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু সরাসরি অডিটের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হচ্ছে তাই আপত্তিটি নিষ্পত্তি হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এরূপ মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯। মাঠ পর্যায়ে যখন কোন অডিট টিম যায় উক্ত অডিট টিমের সাথে শেষ কর্ম দিবসে পূর্ববর্তী বছরগুলোর অনিষ্পন্ন সাধারণ আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে দ্বিপক্ষীয় সভা করলে তা অনেক বেশী ফলপ্রসূ হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের চিঠিতে দ্বিপক্ষীয় সভা আয়োজনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকলেও দীর্ঘদিন তা উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

১০। বিভাগীয় দপ্তর থেকে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করাই যথেষ্ট নয়। আপত্তিগুলো দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির সাথে জড়িত প্রতিটি দপ্তরের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ত অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১১। আপনার সকল পুরনো কর্মস্থলের অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি নিস্পত্তির ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখুন। কারণ ঐ আপত্তিগুলোর জন্য আপনাকেই দায়ী করা হবে। তাছাড়া ঐ আপত্তিগুলোর যথাযথ জবাব প্রদানের ক্ষেত্রে আপনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কারণ উক্ত সময়ের কাজের ব্যাপারে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তার চেয়ে আপনি অধিকতর ওয়াকিবহাল রয়েছেন।

অডিট আপত্তি নিস্পত্তি সবসময়ই একটি পীড়াদায়ক ব্যাপার। তাই অডিট আপত্তি যেন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এ জন্য সরকারী বিধি-বিধান জানার জন্য এবং সেগুলো প্রতিপালনের জন্য আমাদেরকে আরও তৎপর হতে হবে।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের Schedule of Rates (SoR-2014) for Civil Works এর সংশোধনী

গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পওবিপ্র) স্বাক্ষরিত এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিজাইন ডিভিশন-২ এর স্মারক নং- ডিডি-২/২০১৪/২৩৩৪ তারিখ ১২-১০-২০১৪ সূত্রে Schedule of Rates (SoR-2014) for Civil Works এর Item No.- 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 30 এর বিভিন্ন অংশ সমূহ এবং Annexure A:PLAR Table-2 এর সংশোধনী, স্মারক নং- ডিডি-২/২০১৫/২৫১৮ তারিখ ০২-০৩-২০১৫ সূত্রে Schedule of Rates (SoR-2014) for Civil Works এর Item No.- 8.1, 8.1.1, 8.1.2 এর সংশোধনী এবং স্মারক নং- ডিডি-২/২০১৫/২৬৪৭ তারিখ ১৫-০৬-২০১৫ সূত্রে Schedule of Rates (SoR-2014) for Civil Works এর Item No.- 31.8, 8.1.2 এর সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগ, সার্কেল এবং জোন অফিসে ইতিমধ্যে সংশোধনীর কপি প্রেরিত হয়েছে।

(তথ্য সংগ্রহ ঃ প্রকৌশলী মোঃ রকিবুল হাসান)

সকল BCS PWEA এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দের প্রতি নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর লিখা আহ্বান করা যাচ্ছে যেমনঃ-

যে কোন নতুন প্রকল্পের অনুমোদন, নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, নতুন ভবনের উদ্বোধন, প্রকৌশল পেশার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, কারিগরি জ্ঞান বিষয়ক, পদোন্নতির সংবাদ, কৃতি সন্তানদের নাম ও কৃতিত্ব, বিদেশে বা দেশে কোন সদস্যের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল এবং শোক সংবাদ সহ অন্যান্য বিষয়সমূহ।

প্রেরক,
....
....
....

প্রাপক,
সম্পাদক, পূর্তবার্তা
বিসিএস পাবলিক ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন
কক্ষ নং- ১২৮, পূর্তভবন (নীচতলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : +৮৮-০২-৯৫৭১২৯০
ই-মেইল : zubairbd@gmail.com

ANWARS
Since 1834

ANWAR ISPAT

PWD ENLISTED

Introducing Anwar Ispat, pioneer in technology for TMT process in line. Its renowned rolling technology produces uniform re-bars, chemically and mechanically tested by spectrometer, laboratory and UTM. The latest Italian technology customizes lengths and bends with excellent bendability, corrosion resistance and producing re-bars that withstand earthquakes for standard periods. Product delivery within 24 hours in Dhaka.

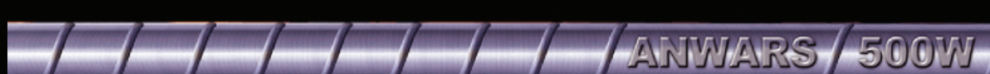

www.anwargroup.com | phone: 9564033

ANWAR CEMENT

www.anwargroup.com | phone: 9564033